মহাপরিচালক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২০ এর উদ্বোধনী ও আলোচনা অনুষ্ঠানে মহাপরিচালকের স্বাগত বক্তব্য

সম্মানিত সুধিবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম, আজ ৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ আর্ন্তজাতিক সাক্ষরতা দিবস। আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ আকরাম-আল-হোসেন। এ অনুষ্ঠানে সম্মানিত প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাকির হোসেন, এম.পি । প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল দপ্তরের আমন্ত্রিত কর্মকর্তাবৃন্দ, গণমাধ্যমের প্রতিনিধিবৃন্দ, বিভিন্ন দাতা সংস্থা ও বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দসহ অন্যান্য সকল আমন্ত্রিত সুধিবৃন্দকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রথমেই আমি পরম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যিনি সাক্ষরতা নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম কার্যক্রম শুরু করেছিলেন।
ইউনেস্কোর এবারের থিম “Literacy teaching and learning in the COVID-19 crisis and beyond with a focus on the role of educators and changing pedagogies” এর সাথে মিল রেখে ‘‘কোভিড-১৯ সংকট: সাক্ষরতা শিক্ষায় পরিবর্তনশীল শিখন-শেখানো কৌশল এবং শিক্ষাবিদদের ভূমিকা” প্রতিপাদ্য নিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় বাংলাদেশে “আর্ন্তজাতিক সাক্ষরতা দিবস-২০২০” পালিত হচ্ছে। আমি বিশ্বাস করি এবারের আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের প্রতিপাদ্য যথার্থ ও সময়োপযোগী হয়েছে।

সম্মানিত সুধিবৃন্দ,

কোভিড-১৯ সংক্রমণের কারণে আমরা প্রতিবারের ন্যায় আড়ম্বরপূর্ণভাবে এই দিবসটি উদযাপন করতে পারছি না। সীমিত পরিসরে উদযাপন করছি। এবারে আমরা র‍্যালীর কর্মসূচি বাদ দিয়েছি। সীমিত আকারে আজকের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উদযাপন হচ্ছে। এবারের আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের থিম সম্বলিত পোস্টার ছাপিয়ে দেশব্যাপী প্রচারের জন্য বিতরণ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের স্মরণিকা ‘অঙ্গীকার’২০২০’ ছাপিয়ে বিতরণ করা হয়েছে। গত ০৬ আগস্ট ২০২০ তারিখ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে একটি সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কেন্দ্রীয়ভাবে এ সকল আয়োজনের সাথে সংগতি রেখে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে দিবসটি উদযাপিত হচ্ছে। এ অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে উদযাপন করার জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সিনিয়র সচিব মহোদয় স্বাক্ষরিত আধা সরকারি পত্র (ডিও লেটার) সকল জেলা

প্রশাসকগণ বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া ব্যুরোর মহাপরিচালক এর স্বাক্ষরিত অনুরূপ আধা সরকারি পত্র দেশের সকল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণ বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।

দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষা ও সাক্ষরতার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীন বাংলাদেশে গণশিক্ষা, সাক্ষরতা, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিষয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। যার ফলে দেশের সাক্ষরতার হার উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশে বর্তমান সাক্ষরতা হার ৭৪.৭%। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮ এর আলোকে প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর আওতায় 'মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪জেলা)' বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৬৪ জেলায় নির্বাচিত ২৫০টি উপজেলার ১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সী ৪৫ লক্ষ নিরক্ষরকে সাক্ষরতাজ্ঞান প্রদানের নিমিত্ত ইতোমধ্যে প্রথম পর্যায়ে ১৩৪টি উপজেলায় ৩৯,৩১১টি শিখন কেন্দ্রের মাধ্যমে ২৩,৫৯,৪৪১ (তেইশ লক্ষ উনষাট হাজার চার শত একচল্লিশ) জন নিরক্ষরকে সাক্ষরতা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকীতে অর্থাৎ মুজিব বর্ষে এ প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে ২১ লক্ষ নিরক্ষর নারী-পুরুষকে সাক্ষরতাজ্ঞান প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। অন্যদিকে, চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয় বহির্ভূত ও ঝরে পরা ৮-১৪ বছর বয়সী ১০ লক্ষ শিশুকে সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রদান করে শিক্ষার মূলধারায় সম্পৃক্ত করার অংশ হিসেবে ০১ লক্ষ শিক্ষার্থীকে নিয়ে পাইলট কর্মসূচি চলমান রয়েছে। বাকী ০৯ লক্ষ শিক্ষার্থীর শিক্ষাকেন্দ্র চালুকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন,২০১৪ এর ভিত্তিতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ের ১৪৭৩টি পদ চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। এছাড়া ২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ডের পদসৃজন এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিধিমালা,২০২০ অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। দেশকে সম্পূর্ণরূপে নিরক্ষরতার অভিশাপমুক্ত করার লক্ষ্যে সাব-সেক্টর এপ্রোচের মাধ্যমে "উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির" ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। যা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে যাচাই-বাছাই চলছে। এই প্রকল্পের আওতায় যে সকল কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে, সেগুলো হলো-

- **সাক্ষরতা কর্মসূচি:** সাক্ষরতা কর্মসূচির মাধ্যমে ৫০ লক্ষ নিরক্ষরকে সাক্ষরতা প্রদান;
- **দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ:** সাক্ষরতা কর্মসূচির আওতায় যারা সফলভাবে সাক্ষরতা কোর্স সম্পন্ন করবে এ রকম ৫(পাঁচ) লক্ষ যুব নারী-পুরুষকে বাজার চাহিদা ও নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করে কর্মসংস্থান ও আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
- **জীবনব্যাপী শিক্ষা:** সমাজের পিছিয়ে পড়া, শিক্ষার সুযোগবঞ্চিত মানুষ, বিশেষ করে সাক্ষরতা কোর্স সম্পন্নকারী নব্যসাক্ষরদের জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের জ্ঞান ও দক্ষতার বিকাশ ঘটিয়ে একটি আলোকিত ও উৎপাদনশীল সমাজ বিনির্মাণের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে 'জীবনব্যাপী শিক্ষা কর্মসূচি' বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ।
- **৫০০ টি আইসিটি বেইজড কমিউনিটি লার্নিং সেন্টার (সিএলসি) প্রতিষ্ঠা:** সমাজের সর্বস্তরে জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, সাক্ষরতা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা, বিদ্যালয়

বহির্ভূত শিশুদের উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান, কমিউনিটি কেন্দ্রিক বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড ও সামাজিক অনুষ্ঠানে সহযোগিতা ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিটি ইউনিয়নে এবং কিছু শহর এলাকায় মোট ৫০০টি আইসিটি বেইজড স্থায়ী কমিউনিটি লার্নিং সেন্টার (CLC) প্রতিষ্ঠা করা।

- **জেলা পর্যায়ে জীবিকায়ন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা (Livelihood Skills Development Training Centers):** প্রতিটি জেলায় ১টি করে মোট ৬৪টি 'জীবিকায়ন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণকেন্দ্র' প্রতিষ্ঠা করা হবে যার মাধ্যমে ইউনিয়ন এবং উপজেলা পর্যায়ের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের কারিগরি সহায়তা প্রদানসহ সফল প্রশিক্ষনার্থীদের জেলা পর্যায়ে উন্নততর প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

এই "উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি" বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে দেশের সকল নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরতাজ্ঞান প্রদানসহ দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা সম্ভব হবে। আমি "উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির" ডিপিপি অনুমোদনের বিষয়ে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সূদৃষ্টি কামনা করছি।

দেশে করোনা পরিস্থিতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে পরিচালিত 'সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন' ও বাংলাদেশ বেতারসহ কমিউনিটি রেডিও এর প্রাথমিক শিক্ষার পাঠদান কর্মসূচি 'ঘরে বসে শিখি' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সেকেন্ডচান্স এডুকেশন প্রকল্পের ০৬ টি জেলায় চলমান পাইলট কর্মসূচির শিক্ষার্থীরাও পাঠদান গ্রহণ করছে। এই কর্মসূচি মনিটরিং করা হচ্ছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সন্মানিত সিনিয়র সচিব এর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও দিক-নির্দেশনায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর আওতায় গৃহীত কর্মসূচি সমূহের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে। যা জাতির জনকের দারিদ্র্যমুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ায় সহায়ক হবে। পরিশেষে বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হবে, এ আশাবাদ ব্যক্ত করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

কোভিড-১৯ এর ক্রান্তিকালে আমাদের আমন্ত্রণে যারা এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন তাঁদেরকে আবারও ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

বাংলাদেশ চিরজীবি হউক।